উৎসর্গ

প্রিয়বর কবি

সুনির্মল কুণ্ডুকে

সূচীপত্র ঃ

সূচীপত্র ঃ

তুমি আমার পূর্ণ স্বরলিপি

নীলাচলে ঢেউ তোলা নীল উপত্যকায়
আমি দেখি সবিতার নাকছাবির দ্যুতির আভা নান্দীরোল তরঙ্গ গর্ভে
শংখশুভ্র ফেনিল স্বপ্নের সস্মিত সান্ধ্য কবিতায় ;
এইখানে দিন ভাসে সঙ্গীতের প্রবল প্রবাহে
শত শত শংখচিল চুমা দেয় শুভ্রস্তনের তৃষিত তূণে ;
আরো দূরে সাগর গর্ভজাত মরিশাশের কৃশ কিনারায়
বালুবেলার রূপ লাবণ্যে সঙ্গীতের সঞ্চারীর মধুর বীণায়
বেজে ওঠে প্রণয়ের প্রথম পরিচয় আমার সবিতার ;
আবার এস্কিমোদের দেশের শীতল শতদ্রুর গর্ভ
ভরে যায় সীলমাছের নির্বিঘ্ন কবিতার পুরানো কথায়,
সেইখানে সবিতার স্তনের সুমধুর তাপে জেগে ওঠে
লোহিত কণিকার অণু পরমাণু প্রবল তৃষ্ণায়—
সেইখানে দু'জনের পুনঃ পরিচয় তুষারের পূর্ণ প্রভায় ;
আরো দূরে নীলাকাশে হাজার যমুনার প্রবাহ ধারায়
মিশে যায় মুগ্ধ চোখের সব দ্যুতি আভা আমার সাগরে,
সেইখানে অন্তহীন দিগন্তে ভাষাহীন সব পরিচয়
আমাদের দু'জনার ;
সেইক্ষণে সবিতা তুমি আমার পূর্ণ স্বরলিপি।

একটি নিষিদ্ধ কবিতা

বিপাশার জল ছুঁয়ে হলপ করে বলতে পারি
আমি রোটাং গিয়েছিলাম,
নিষিদ্ধ সবিতা ছিল আমার সহচরী ;
মৃত্যুর বার্তাবাহী তুষারপাতে আমি পড়েছিলাম—
(ছবি তো মিথ্যা বলে না)
বেঁচে এলাম সবিতার নীরব উত্তাপের প্রচণ্ড ব্যঞ্জনায়,
কৃতজ্ঞতা মূর্ত হয়ে ঢেকে নিল ছায়ার মতো।
তারপর মানালীর ছন্দহীন রাত্রি—মদনের অভিসার,
বাজলো মত্ত আকাশ মাতাল নটরাজের রুদ্র রটনায়,
উজ্জ্বল অন্ধকারে জ্বলে ওঠে উদ্ভিন্ন যৌবনার
মরু পিপাসার তীব্র আহ্বান ;
নেমে এল সর্বনাশ, করলো গ্রাস চেতনার সীমান্তরেখা
তারপর থেমে গেল তপ্ত তৃষ্ণার শ্রান্ত সাগর
অন্ধকার উড়ে গেল আলোর ডানায়—
মানালির প্রসন্ন প্রভাতে চোখ ভরে উঠলো ফুটে
প্রশান্ত কবিতার পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞাপন।

চলো যাই সবিতা চলো যাই

ঐ বনের মেদুর বিজনে ছায়া জেগে
বসে আছে গাছের তলায় কার অপেক্ষায়,
জান সবিতা ?
তুমি আর আমি যাবো মুখোমুখি চেয়ে রবো,
কথা কবো চোখে চোখে হবে বিনিময় মনের পরশ
কালদীঘি সেই যমুনায় ! কান পেতে শুনবো মোরা
পাখি গান গায়, পাতারা কথা বলে খুশির হাওয়ায়,
ঝরাপাতা এখনও দোলে জীবন দোলায়, তৃণ কানে চুপি চুপি
কাহিনী শোনায় ফেলে আসা জীবনের বিচিত্র পুরাণ ।
সেই তো শুভক্ষণে দুজনে চিনে নেওয়া, দুজনে হৃদয় খুলে
আকাশে উড়ে যাওয়া, পিপাসা মিলিয়ে নেওয়া আবির রঙে,
আপনারে দিয়ে বিসর্জন দুজনে এক হওয়া মিলন গৌরবে,
কস্তুরী মৃগের মতো মাতাল হওয়া দুজনে মিলে যাওয়ার সুনীল সৌরভে !
ঐ দেখ, গোধূলি ডেকে ডেকে ভেসে বেড়ায় আকাশের গায়,
দিগন্ত আঁচল পেতে শুয়ে আছে নীলের ছায়ায়
আমাদের যাওয়ার অপেক্ষায় ;
চলো যাই সবিতা, চলো যাই, গোধূলির আবির মাখা মিলন সভায় ।

আমার সম্পূর্ণ কবিতা

সবিতা, চলো যাই জালিবয় কোরালের দেশে
স্ফটিক স্বচ্ছন্দ নীল মায়াবী জলে দেখে আসি
তোমার দেহে লাস্যে ভরা বিশ্বের রূপ সঞ্চয়—
নির্বিঘ্নে, নিরালায়—একান্তে করি পান তোমার সমস্ত সম্মান
একরাশ মরুতৃষা চোখে ভরে নিয়ে, ওখানে গিয়ে,
তোমার কেলিকলার কলকবিতার স্বরলিপির সমস্ত ঘ্রাণ
করি আস্বাদন বিপুল নিঃশ্বাসে সম্পূর্ণ বিশ্বাসে ;
তোমার তো কোনো ক্ষতি নেই—
সম্পূর্ণ নিবেদনে আপনারে পারবে নিতে নিশ্চয় চিনে,
শতগুণে বাড়বে তোমার আত্মচেতন ;
প্রতিধ্বনির মতো তুমি ফিরে পাবে তোমার পরাজয়
জয়ের মুকুট পরে' সম্মুখে তোমার ;
আমি পেয়ে যাবো আমার পূর্ণ সবিতা
যে শুধু একান্ত আমার, সম্পূর্ণ কবিতা।

তৃষ্ণা

মনে হয় ছাদে চলে যাই
এক হাতে মাংসপাত্র অন্য হাতে সুরার বোতল
আর শুধু তুমি সবিতা
যৌবনের স্বরলিপির প্রথম কবিতা !
তুমি আমার যৌবনের বিলাসিতার নিকুঞ্জবন,
ভোগ সুখের পোঙ্গল পৌষ পার্বণ।
আমি নই তাদের দলে—যারা বাটি দিয়ে নালা সেঁচে
পুঁটি মাছ ধরে ; আমি চাই করতে পান অনূঢ়া সাগরের
বিপুল এ প্রাণ মরুতৃষার তীব্র নিশ্বাসে।
আমি চাই পূর্ণিমা রাতে আলো মেখে গন্ধ মেখে
নিঃশব্দের প্রাচীর ভেঙ্গে বয়ে যেতে শব্দের সুরেলা জগতে-
সবিতা, আমি শুধু কাটাতে চাই রাতটুকু তোমার সাথে ;
আমি চাই হাতে হাত রেখে চোখে চোখ রেখে
নেশায় মাতাল হয়ে দুয়ে মিলে এক হয়ে যেতে,
শুধু তোমার সাথে,
সবিতা, মায়াবী পূর্ণিমার এই পরিচ্ছন্ন তন্ময়ী রাতে।

এই ভাবে তুমি রবে

মরীচিকার মতো গভীর উদাস
আলাস্কার পল্লবিত শুভ্র ফেনার মতো নিস্পৃহ
থোড়ের দেহলাবণ্যে প্রশান্ত মসৃণ
প্রান্তহীন শ্রান্তিহীন নিরাবরণ অলস নীলাকাশ ধ্যানমগ্ন,
বৈঁচিফলের রক্তিম আভায় আলোকিত কণ্ঠহার
তারাদের প্রতিবিম্বের সমান ভার,
ঐ ফল করবে উজ্জ্বল অদৃশ্য সময়ের শীর্ণ প্রতিভাস !
এই বিশাল আলোড়ন চলবে সারাক্ষণ পরিবর্তনের সমগ্রতায়,
তবু সবিতা তুমি রবে অবিনশ্বর ; তোমার জোড়া বৈঁচিফল
শ্বেত আকন্দের দুধসাদা আঠার মতো
অবহেলে ঢেকে দেবে মরুর অভিশাপ,
শুকতারার দীক্ষা নিয়ে কচি পানের পাতার আহ্বানে
আমার পিপাসা মেটাবে বারংবার
অন্তহীন সংখ্যাতত্ত্বের সীমানা পেরিয়ে ;
এই ভাবে তুমি রবে একান্ত অব্যয়
আর রবো আমি আলোর বিভাসে
সৃষ্টির সীমাহীন সরল ভাষায়।

সবিতা এখন

সবিতা—হয়তো তুমি এখন
নক্ষত্রলোকের নিকুঞ্জবনে
আলোর মেলায় নাগরদোলায়
দুলে-দুলে-ক্লান্ত-ডানা স্বপ্নসারস
একা রমণী এক অসম্পূর্ণ কবিতার মতো
মেঘাচ্ছন্ন অপেক্ষায় এক বন্ধ্যা চাতকী।

শ্রাবণ এখন তপ্ত সাহারায় নিভৃত অভিসারে
খরার গন্ধে মাতাল এক
বারিহারা বিষণ্ণ-বিকল প্রেম
সেই আমার হৃদয় নির্যাস।

সবিতা—তুমি তাই রয়ে যাবে অনুভূতির অন্ধকারে
আমার অবাঞ্ছিত অপেক্ষার সুপ্ত ব্যবধানে ;

সবিতা তাইতো তুমি এখন
ব্যর্থ বেদনার বঞ্চিত বুভুক্ষা বুকে বিশাল বিলাপ।

বাইশটা বিরহের কবিতার জন্মলক্ষণ

যন্ত্রণাটা বাড়তে লাগলো,
বাড়তে লাগলো দেহে নয় মনে ;
শল্য চিকিৎসকের স্পর্ধা নিয়ে ছুরি চালালাম—
ডাক্তারী শাস্ত্রের কিছু দাঁত ভাঙা বিশেষ্য বিশেষণ
কেটে কেটে গভীরে নেমে উৎস পেলাম,
পেলাম ব্যর্থ প্রেমের রসে ভরা এক বিষাক্ত টিউমার—
এ তো সবিতা সান্যাল !
সে এক বিধবা কাহিনী,
সত্য ও কল্পনার জটাজালে
এক পূর্ণ প্রেমের অবসন্ন ইতিহাস ;

লাইট হাউসের আলোটাকে
জলদস্যুর ডিঙি ভেবে আর এগুলাম না ;
ঊষার আলোরা যখন চরতে এলো
দেখি, সে ছিল সবিতার প্রেমের হাসি
উজ্জ্বল উদ্দীপনায় জলন্ত শিখা ;
বাতাসে মাথা ভাঙলাম-যন্ত্রণা শুরু হ'লো,
ফুটে উঠলো বাইশটা বিরহের কবিতার জন্মলক্ষণ ।

এখন আমার সবিতা

ঠোঙাটা তো বই-এর পাতার,
বেঢঙে সাজানো অনেক কিছু লেখা
নোনা ধরা ভাঙা দেওয়ালের মতো।
ভিতরে নানা রঙের সম্ভাবনা—
হতে পারে ঝালমুড়ি সন্দেশ বালি…
ছিঁড়ে পেলাম রক্তাক্ত একরাশ শূন্যতা,
ক্ষতবিক্ষত একটা কবিতার বিব্রত অতীত—
"সবিতা তোমার স্তনান্তরের উত্তাপ ভিক্ষা
চায়…সূর্য
আমার আনন্দে…বাসরে।"
ভগ্নদেহে অবসন্ন অতীত—
ছিন্ন বর্তমান এখন আমার সবিতা।

এখনও হাতছানি আসে

এখনও ছায়ার হাতছানি আসে—
প্রথম এসেছিল অমানিশার অন্ধ কদমতলায়।
আঁধারের দীপ্ত ছায়ায় দেখেছিলাম কোমল হাতছানি,
কৃষ্ণাঙ্গী রাত্রির ভাঁজ খুলে খুলে তপ্ত আহ্বান
এগিয়ে এসে ব্ল্যাকহোলে টেনে নিল—
টেনে নিল আতুর সত্তার পূর্ণ বিসর্জন।

অন্ধকারে তপ্ত আলোড়নে আনন্দের পালক খসে পড়ে-
খসে পড়ে নিটোল বর্তমানের নিবৃত্তির ডানা ছিঁড়ে ;
সিঁদেল চোরের পূর্ণ দক্ষতায় দ্বার ভেঙে লুট করি
আঁধারের হাতছানির সমস্ত অলংকার,
উষ্ণ আঁধারের সুরেলা গন্ধ বেয়ে ফিরে আসি
শূন্যহাতে নিঃস্ব নিরালায় নীরব নির্বাসনে।

এখনও ছায়ার হাতছানি আসে—
দৃষ্টিহীন রক্তচাপে প্লাবনের পানসি ছোটে,
ওষুধের হাত ধরে উদ্বিগ্ন রাত্রি ডুবে যায়
স্নায়ুর মরণদোলার ঘন কুয়াশায়।

শুধু তোমার জন্য

শুধু তোমার জন্য—
স্বর্গ থেকে ছুটি নিয়ে
ফেলে যাওয়া ক্লান্ত পথে
পুনরায় ফিরে আসা,
পুনরায় ভালোবাসা
অতীতের ফেলে যাওয়া বিষণ্ন-বিকাল।

শুধু তোমার জন্য—
পুরাতন প্রেমের রসে
কঠিন এ জীবনটাকে
আবার ভালোবাসা,
আবার হিসেব ভুলে
ভালোবাসায় বাঁধার চেষ্টা এই মহাকাল।

এখনও বাজে সুরে

এক ঝাঁক শ্রাবণের ধোঁয়াশা পাখি
এল জানালায় শঙ্খবেলায়,
সাথে এল মেঘালয়ের মেঘবলয়
মেঘদূতের শিরোপা পরে'
ফুলের সুবাস নিয়ে সিক্ত ডানায় ;

কী বার্তা এনেছ দূত ?   এখনও কী সবিতা
বসে আছে জানালায় সাঁঝের প্রদীপজ্বলা তুলসীতলায়
দু'চোখ মেলে ?   এখনও কী চোখের আলোয় পূর্ণিমা
জ্বলে ওঠে স্মৃতিমাখা জোয়ার বেলায়, প্রেমের পলাশ রেণু
দোলা দেয় খোলা পালে আমার ভাষায় ?

জেনো তুমি, এখনও হৃদয়ভরা আছে যত সুর
বাধাহীন যায় অতদূর,
ঢেউ তোলে সবিতার শত অপেক্ষার মুগ্ধ তানপুরায় ;
বলো তারে তার স্মৃতির সব সুপ্ত অহংকার
আজও সুরে বেজে ওঠে আমার বীণায়
শান্ত সিক্ত কোমল সবুজ প্রভাতে ।

বয়ে যাবো অনন্ত যাত্রায়

জীবন মৃত্যুর মাঝে আমি আছি রাজার সাজে
তুমি হয়ে আছ আমার হৃদয়ের সুগন্ধি ফুল
আমার সকল গানের তৃষ্ণার মূল—
আমি স্থির পূর্ণ রাগ
তুমি আমার সকল গানের পূর্ণ রাগিনী ;

সবিতা, আমার লেখা অলেখা কবিতার সার,
তুমি শুদ্ধ ভৈরবী, শিশিরের সুপ্রভাত,
তৃণশাখে মুক্ত বলয় আমার অক্ষয় প্রেম,
তুমি শুধু একান্তই আমার।

মৃত্যুর দিগন্ত পারে তুমি এক আলোর প্রতিভাস
জন্ম জন্মান্তরের সব সুর রস
শুষে নিয়ে করবে জয় মৃত্যুর কঠিন পরাজয় ;
তুমি আমি দূর হ'তে পালতোলা নদীর সুরে
হৃদয় দু'হাতে মেলে
বয়ে যাবো সমুদ্র যাত্রায়
দু'জনে রয়ে যাবো অনন্ত যাত্রায়।

আমি তোমাকে অদেখা রাখতে চাই

আমি তোমাকে অদেখা রাখতে চাই,
আমি চাই তুমি স্বপ্নে ভেসে ভেসে
শোনাও পরীদের প্রভাস পুরাণ ;
তুমি রয়ে যাও আমার কল্পনায়
বঞ্চিতের বেদনার অতৃপ্ত সাধে ;
সহস্র নক্ষত্র বিরাট বিস্ফোরণে
ঢেলে দিক আলোর অশান্ত নিশীথ
তৃষ্ণার বিনিদ্র প্রাঙ্গনে—
আমি আঁকি অদেখার অখণ্ড ছবি
অপূর্ণ বাসনার ক্লান্ত ছায়ায় ।

ধূসর অতীত পাড়ি সেঁজুতি শিখায়

আমি অতীতকে ধরে রাখি—রাখতে ভালোবাসি,
ঠোঁটের উষ্ণতা দিয়ে লেখা সেই ছোট্ট কবিতা
রেখেছি ধরে হৃদয়ের সন্নিকটে
উষ্ণতা পান করে পিপাসা মেটাতে ;
আমি রাজ দরবারে আর্জি জানাব,
কবিতাটা যাদুঘরে দিতে রাজি নই—
রাজি নই প্রেসে দিতে
অপরের ছোঁয়ার গন্ধ এড়াতে চাই ;
নিরাবরণ-ধূসর সে কবিতা আমার আদিম সত্তার
অনড় অহংকার,
আমি রোজ পান করি তার পাপড়ি পরাগ,
আর ধূসর অতীত পাড়ি সেঁজুতি শিখায় ;
আমি চেয়ে থাকি অবাক বিস্ময়ে
সবিতার মুখের পানে পাণ্ডুলিপির বিবর্ণ রেখায়;
মুগ্ধ হয়ে চেয়ে দেখি উষ্ণ ঠোঁটের করুণ আবেদন
এখনও আমায় ডাকে স্বপ্নের প্রসন্ন ছায়ায়
আত্মনিবেদনের গভীর বাসনার টানে।

স্বপ্ন সুন্দর হয়ে আসে

তখন ক্লান্ত আমি, ঘামে ভেজা গা,
বাতাসের লজ্জা লাগে ছুঁয়ে যেতে অচ্ছুত আমায়,
দীর্ণক্ষীণ দীনতায় পড়ে আছে গাছের ছায়ায়
সংস্কারের মন্ত্র পাঠ করে ;
পিপাসার্ত আমি, পিপাসা খুঁজে বেড়ায় তুলনা তার
মরুভূমির জলন্ত বালুকায় ;
কে যেন বুলিয়ে গেল দরদী পরশ !
মুহূর্তে খসে গেল ঘামের আস্তরণ,
হৃদয়ের অশান্ত স্রোত থেমে এল ধীরে ;
ফিরে চাই পিছনে আমার,
না, কেউ তো নেই দু'চোখের রাজত্ব মাঝে !
তবে কী এসেছিল স্বপ্ন মিছিল ?
তাই তো মনে হয় স্বপ্ন সুন্দর হয়ে
আসে কবিতায় সবিতার রথে
উদয়ের মধুর রাগে সকল প্রভাতে।

চিঠি

সমস্ত সত্তাকে কেন্দ্রীভূত করি—
চিঠির ডানায় ভাসিয়ে দিই উন্মুখ অপেক্ষা,
মুক্তি পায় রুদ্ধ আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ড প্রস্রবণ ঃ
তোমার কাছে এই টুকরো কাগজটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ-
অবিন্যস্ত শান্তির হোলির প্লাবন ধারা ;

আয়নায় মুখ দেখা শেষ
রসঘন চঞ্চল শুরুর উন্মেষ—তৃষিত কম্পন,
চোখের ইতিহাস অন্তহীন—অন্যমনস্ক বাতাস,
ভূকেন্দ্রে আবেদনের দ্বিধাহীন ভীরু উন্মোচন
সবিতায় মূর্ত হয় প্রভাতের প্রথম পরিচ্ছেদ !!

ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন মাত্র দু'জন,
একজন বজ্রঘন অহংকার
অন্যজন কল্পকবিতা
সবিতা নামের এক সুবৃত্ত উপহার,
দু'য়ের ভারসাম্য রক্ষার দায়
দ্বিধাহীন অব্যয় এই ক্ষুদ্র চিঠিটার।

ছিন্নপাতার কবিতায়

সবিতা, যৌবনের প্রথম ধাপে বসেছিলাম
কাঁঠালতলায়—মনে আছে ? চোখ দিয়ে বাঁধলে আমায়—
থেমে গেল আহ্নিকগতি সফেন সাগরতীরে—উন্মাদনায় ;
ঝরলো পাতা, তপ্ত হাওয়ার পরশ চোখ খুলে দেয়,
তুলে দেয় তোমার হাত আমার গালে
দিগন্তে ঢলে পড়া সূর্যের মতো,
যে শিল্প অক্ষত আজও বার্ধক্যের শাসন মানে না।
মনে আছে মোনালিসার গোপন হাসি ধীরে ধীরে টেনে নিল
আমার আঙুল কেশের মুক্তির আশায় ?
আহা ! কী কালবৈশাখী তুলির টানে ঢাকলো তোমার পিঠ,
নামলো লজ্জা আমার বুকে উত্তাপের সন্ধানে,
গলিত লাভার স্রোতে ধমনীর অনুরণন বুকের স্পন্দন বাড়ায়,
সন্ধ্যার প্রার্থনা সভায় ফুটে ওঠে আলোর হাসি,
আকাশ কান পেতে শোনে নীরব স্রোতে,
তারারা মিটি মিটি চায় সিন্ধুপারের নীরব সীমায়—
কাঁপে ব্রহ্মাণ্ড, সৃষ্টি দোলে আনন্দ দোলায় ফুল্ল বেদনায় ;
সব কিছু লেখা আছে কাঁঠালতলার ছিন্ন পাতার কবিতায় !

শুকাইনি স্বপ্নবিলাস

এখনও জেগে আছে সেই মন
যার প্রান্তসীমা ছুঁয়েছিল দিগন্ত রেখার উদ্ভিন্ন যৌবন
প্রাণবন্ত পৃথিবীর প্রফুল্ল ফাল্গুনে,
পিপাসা গোবির প্রান্তে একাকী বেদুইন
মরীচিকা মধুময় মোহগ্রস্থ মোহিনী মায়ায় ;

এখনও জেগে আছে সেই মন, দ্যাখে যে সারাক্ষণ
আকাশের ছেঁড়া ছেঁড়া নীল ফুলে গাঁথা মালায়
ঢেকে গেছে স্তনের বৃন্ত কবির প্রথম কবিতা সবিতার,
কবি যাকে প্রাণ দিয়ে, হৃদয়ের পরাগ দিয়ে
প্রাণবন্ত করে রাখে সারাদিনভর ;

শুকায়নি স্বপ্নবিলাস—
চোখ বুজে দেখি তাই প্রাণের পূর্ণিমা রাতে
জেগে আছে সম্ভাবনা যৌবনের অনন্ত যাত্রায়
সবিতার পরম্পরায় ।

জন্মদিনে শুভেচ্ছা

আজকে আসিনি আমি পানপাত্র হাতে
চাই না যেতে ছাদে চাঁদনি রাতে কিছুর নেশায়,
তোমার চোখে চোখ বেঁধে চাই না করতে পান
ষোড়শী প্লাবন ;
তোমার যৌবনের সম্পূর্ণ কবিগান, মৃত্যুহীন প্রেমের প্রতিভাস
চাই না টেনে নিতে আস্থার বিপুল নিঃশ্বাসে ।

আজ আমার চোখের তারায় চাঁদের ছায়া
প্রেমের কবিতার মত কায়াহীন স্নিগ্ধ মমতা ;
আজ আর চাওয়া নয়, পাওয়া নয়—নয় দেওয়া নেওয়া,
আজকে এনেছি আমি ডালাভরা শুভেচ্ছার হার—
আজ তোমার শুভ জন্মদিনে,
আজ তুমি জন্মেছিলে তাই আমার জন্ম সার্থক পূর্ণ কবিতা,
তাই সৃষ্টি অনির্বাণ প্রত্যয়—চলমান গান ।

আজ আমি এনেছি এক ফোটা গাঁদা ফুল
দিতে উপহার—গুঁজে দিতে তোমার বেণীতে,
এইটুকু চাই
জন্ম হতে জন্মান্তরে তোমার জন্ম যেন অক্ষত রয়—হয় অক্ষয়,
সৃষ্টির সুরে গানে তোমার হৃদয় বনে
আমার জীবন হবে একান্ত অব্যয় !

সকল মরণে বাঁচার আশায়

যৌবনের প্রথম প্রভাত,
উল্লাসিত প্লাবনে ভেসে এল প্রেমের শতদল
মধুময় হৃদয়ের গোপন কোঠরে আলোকিত আনন্দধারায়,
সেই হ'তে রাণীর সাজে রাজসভায় বাজায় বীণা
স্নিগ্ধ প্রদীপ হাতে মাথায় মুকুট ;

আলোর ডালপালায় ফুল ফোটে আকাশের ডাকে,
জীবন বেজে ওঠে পুলকিত রাগিণীর দিবস বন্দনায়,
বসন্ত বয়ে যায় ছেদহীন অনন্তধারায় ;
বার্ষিকগতির আবর্তে পৃথিবীর পঁয়ষট্টিবার প্রদক্ষিণ হ'লো শেষ,
এখনও ক্লান্ত হাতে সকাল সন্ধ্যায় অঞ্জলি দি'
আত্মার মধুর নির্যাস রাণির চরণে ;
বয়ে যায় সময়, চলে যায় আপন আবেগে অনন্ত যাত্রায়,
আমি তবু থাকতে চাই রাণির চোখের আলোয়
মৃত্যুকে বরণ করেও বাঁচার আশায়—অনন্ত আশায়।

যদি আমি পারতাম

যদি আমি ভাবনাগুলো ভাঁজ করে
সুটকেসে রেখে দিতে পারতাম,
ছায়াগুলো দাঁড় করিয়ে
মাথায় মাল দিয়ে শিয়ালদহে পাঠাতে পারতাম,
যদি আমি স্বপ্নের সৌধে বসে
কৃষ্ণের বাঁশি বাজাতে পারতাম,
আর যদি বাতাসে রং করে
দেশটাকে রঙে মুড়ে দিতে পারতাম,
তবে আমি ডানায় ভেসে
চল্লিশ বছর পিছনে ফিরে কিশোরী সবিতাকে
তেঁতুল গাছের ছায়ায় আবার চোখে বেঁধে রাখতাম
অনেক সময়,
আপনাকে ডুবিয়ে দিতাম অতল সাগরে,
পৃথিবীতে ভরে দিতাম প্রাণের স্পন্দন উষ্ণ আলিঙ্গনে
মরা গাছও ফুলে যেত ভরে।

প্রেম অফুরান

সবিতা ! হাজার বসন্ত এখনও হাসে তোমার চোখের ইশারায়,
তোমার চুলের গন্ধে মাতাল হয়ে এখনও ফুল ফোটে
আমার অজস্র স্মৃতির সকল জানালায়—প্রাণের জানালায় !
আমি কী মাতাল হ'লাম— বুঝি না কী এখন তুমি আর নেই !
ভুল করিনি, আমি ভুল করিনি—
তোমার আমার প্রেম চিরন্তন,
আদিহীন অন্তহীন জীবনের মাঝে প্রেমের নীরব স্রোত
অব্যয় অক্ষয়—ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠদান,
এ তো অফুরান—চিরন্তন, আলোর সমান !
তাই জানি তুমি আছ সকল উদয়ে
প্রভাতফেরির আলোর মিছিলে চির অচঞ্চল
মৃত্যুহীন জীবনের প্রশান্ত সংলাপ,
চলমান জীবনের কাব্য কাহিনী— ।

সবিতা ফিরে তাকাও

সবিতা ; যেয়ো না, একটু দাঁড়াও,
একবার আমার দিকে ফিরে তাকাও !
মনে পড়ে ? বাসর রাতে তোমার হৃদয়বীণে
তুলেছিলাম আশা ভরসার মধুর ঝঙ্কার,
শান্ত করে দিয়েছিলাম বধূর চিত্তমূলের
অজানা শত আশঙ্কার ।

মনে পড়ে ? একদিন পূর্ণিমা সাঁঝে ব্যস্ত ছিলে না কাজে
জানালায় বসেছিলে আমার আসার অপেক্ষায়,
আমার আগমনধ্বনি সময়ের পাতায় শুনি'
মরি লজ্জায় ! লুকালে ঘরের এক নিভৃত কোনায় ।

মনে পড়ে ? আবার কি যেন ভেবে এলে সোপানে—
সুসজ্জিতা সুললিতা ; এমন সময়
আমার চোখের কোনে চেয়ে গোপনে
দেখেছিলে আমার হৃদয় প্রেমের আভায় ।
সবিতা ! মনে করো, হৃদয়ে আবার ভরো
বসন্তের ঝিরিঝিরি স্নিগ্ধ মলয়,
প্রেমের চক্ষু মেলে একবার পিছনে চেয়ে
ফোটাও তোমার চিত্তে শত কিশলয় ।

সবিতা ! সোনামনি ! একটু থাম,
একবার নতুন করে বাসিফুলের প্রণয়নীরে দৃষ্টি নামাও,
মোর চিত্তের প্রতিচ্ছবি পুনরায় দেখার তরে
তোমার ডাগর চোখে ফিরে তাকাও ।

সবিতা ! তোমার পায়ের রেখায় আলতার দাগ,
চিত্ত কমলে আজও প্রেমের ফাগ,
আমার নিভৃত নয়ন এখনও করিছে চয়ন
তোমার চিত্তবৃন্তের সব অনুরাগ ।

সবিতা ! প্রিয়া মোর ! আমার গরবের ধন,
আমায় ক্ষমা করে' আবার পিছনে ফিরে চাও,
আমার ব্যাকুল চোখে তোমার দু'চোখ রেখে
আর একবার ফিরে দেখে নাও ।

সবিতা ! অভিমান ভুলে গিয়ে মরালগ্রীবা নিয়ে
আবার শঙ্খ চোখে আমার দিকে তাকাও,
পুরানো আপন গৃহে নতুনের লাবণ্য নিয়ে
তৃষিত চাতকের মুখে দু'ফোঁটা বারি ঢেলে দাও।

সবিতা ! যেয়ো না, ফিরে এস সোনা,
একবার আমার চোখে ফিরে তাকাও।

সে এসেছিল

সে এসেছিল ভালোবাসার পোষাক পরে—
ঠোঁটে তার সঙ্গীতের প্রবল ঝংকার
দেহে খেলে নৃত্যের মোহিত মুদ্রা উত্তাল মৃদঙ্গে মাতাল ;
কাল হতে কালান্তরে সময়ের তালে ।

সে এসেছিল করতে জয় কবিতার সব অহংকার,
গুজে নিতে বিবস্ত্র বুকে হতদীন এই কবিবর ;
চেয়েছিল টেনে নিতে সম্পূর্ণ জয় প্রবল নিশ্বাসে
দরজা বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হতে ।
কিছুই অবান্তর নয়,
বাজাতে চেয়েছিল পুরো বিসর্জন
লজ্জার মৃত্যু নিয়ে হাতের মুঠোয়
নির্বিঘ্ন নিরালায় ;

এখন সাঁঝের বেলা
মুছে গেছে গোধূলির রং,
চোখের গভীর বুকে মরুসাহারা
চাতকীর স্বপ্ন ভাসে বিষণ্ন তাপে
উদ্বিগ্ন বাসনার ডানা ভাঙা বর্ণমালায় ;
পড়ে আছে শেষ বিবরণ—
চৈত্রের বৃন্দাবনে স্মৃতিটুকু এখন আমার
ক্রিয়াপদের সব বিশেষণ ।

আমরা দু'জনে

আমরা দু'জনে হৃদয় মেলিয়া
আহ্লাদে লুটোপুটি,
বাতাস ধরিয়া চুমু দিই মোরা
দু'জনে মিলিয়া জুটি'।

আমরা জানিনা কারো পরিচয়
দু'জনে কেমন জন,
আমরা জানি একজন নারী—
অন্য পুরুষমন।

আমি শক্তি তুমি সুন্দর
আমি মক্ষিকা তুমি যৌবন,
আমি কায়াতনু তুমি ছায়ারেণু
আমি শব্দ তুমি অণুরণন।

আমি উদ্দাম আমি উত্তাল
তুমি শান্ত শীতলা ধরণী,
আমি হালি মাঝি আমি উজানে বাহি
তুমি মৃদু হাওয়া পালে তরণী।

আমি খেলাঘর আমি দু'হাতে গড়ি
তুমি খেলা খেলা মোর ঘরণী,
আমি হালি চাষি আমি মাঠে খাটি
তুমি দুহিতা দরদী জননী।

আমি বেদনা তুমি স্নেহপরশ
আমি ক্লান্তি তুমি শয্যা,
আমি দিবাকর তুমি নিশিরাত
আমি দুর্মুখ তুমি লজ্জা।

আমরা দু'জনে একই আকাশে
উদয় অস্তাচল,
আমরা দু'জনে সুনীল সলিলে
ঢেউ ও শান্ত জল।

প্রাণে প্রাণে কথা কই

সবিতা, আজকে এই আলো ধোয়া শংখছোঁয়া রাতে
ঢেউভাঙা পদ্মাপারের আমার এ বাড়ির
ছন্দেভরা গন্ধমাখা নীলছায়া-মুগ্ধ এই ছাদে
থাকো না আমার সাথে, থাকো সারা রাত ;
আমি রাত জেগে থাকি,
জেগে থাকি তোমার গায়ে রেখে মোর হাত ;
আকাশ দেখুক চেয়ে
শব্দহীন স্বপ্ন বেয়ে আসুক সে নেয়ে শিশিরে,
করি না তো ভয়
দুজনের প্রাণের স্পন্দন মিলে মিশে এক হয়ে যাক
কেন হবে সংশয় !
তুমি আমি দুজনায়
প্রাণে প্রাণে কথা কই
সারা রাত—সারা রাত ধরে হৃদয় সম্পদ মেলে
স্রষ্টার সৃষ্টিকলার দিব্য প্রেরণায়
মিলন শয্যায় ।

কথা কও সবিতা কথা কও

কে তুমি সবিতা, কে তুমি ?
প্রকাণ্ড পৃথিবীর সমস্ত সুবাস কেন ঝরে পড়ে
তোমার এলো চুলের সবুজ লজ্জায় ?
কেন শত সহস্র গান স্বরলিপি রাগ রাগিনী
মৃদঙ্গতাল মাতাল হয়ে মিলে যায় তোমার কণ্ঠ বীণায় ?
কেন তোমার চোখের হাসি অনায়াসে দূরে করে পৃথিবীর
সমস্ত অন্ধকার, উদ্ভাসিত করে তোলে তোমার সুরেলা সমস্ত সত্তায় ?
কী আছে তোমার দুই বক্ষচূড়ার শ্যামল উপত্যকায় ?
ওখানে আছড়ে পড়ে যৌবনের সকল চাওয়া পাওয়ার
মাতাল ছন্দ বালুচরের দুরন্ত নেশায় !
কেন তোমার মধুর হাসি মধুময় করে তোলে
হতাশার তিক্ত স্বাদ — দুর্বোধ্য কি তার ভাষা !
কেন আমার সমস্ত সত্তা মিশে যেতে চায় উন্মত্ত নেশায়
প্রবল আকর্ষণে তোমার ভূকেন্দ্রে ?
তুমি কী শুধুই আশা না মরীচিকা ?
কথা কও, সবিতা কথা কও !

স্ত্রীর পত্র

স্ত্রীর পত্র—
এটা সাধারণ কিছু নয়
গীতার জ্ঞানের কয়েদখানাও নয়,
এটা বৃন্দাবন—শোনা যায় যমুনার নূপুরধ্বনি
বণানীর সবুজ নীলিমায় ;
মিথুনরত নীল-সবুজ সাগরের জল
আবিষ্ট আন্দামানের আনন্দসাগরে
বিনিময় করে মন গভীর গোপনে ;
এইখানে ছাঙ্গুলেকে তুষার পাতে
নাজেহাল তৈলচিত্রে প্রাণের অস্থির উষ্ণতা,
না বলা কথার ক্লান্ত কান্না-কবিতা
পরিব্রাজক বাতাসে খোঁজে বিষণ্ন ছন্দ ;
এই আমার স্ত্রীর পত্র—আমার সবিতার,
বিশ্বাসের তুলিতে আঁকা প্রতীক্ষার পীড়িত চিত্রপট
কৃষ্ণ রেখায় অঙ্কিত শুধু অতৃপ্ত প্রস্তাব ।

প্রেমিকাকে

তোমার তাচ্ছিল্যে শক্তিশেলের বিষ
আমি নীলকণ্ঠ নিরুদ্বেগ,
তোমার ক্রোধে বৈশাখীর ঘ্রাণ
আমি নির্লিপ্ত নবাঙ্কুর,
তোমার অহংকারে চৈত্রের নিঃশ্বাস
আমি শ্যামলী শ্রাবণ,
তুমি প্রলয়ের অভিনয় উত্তর বৈশাখী
আমি তোমার অচ্ছেদ্য অঙ্গীকার,
তুমি আমি যে ভাবেই ভাবি
সকল মরণ শেষেও আমরা অব্যয়—আমরা অমর।

তর্পণ

সবিতা আমারই ছিল
কে যে তারে ডেকে নিল
বিদায়ে সে দিয়ে গেল অশ্রু জল,
সেই হ'তে আমি একা
হৃদয় শূন্য ফাঁকা
কে যে এসে শুষে নিল সব দেহ বল।

কেন তবে বসে থাকা
স্মৃতির সুরভি আঁকা
জানালায় উড়ে আসে বাতাসের গায়,
কেন তবে ডাকাডাকি
নিঃশব্দে হাঁকাহাঁকি
মাথাকুটে কেন মরা অতীতের পায়।

মানে না, মানে না মন
কী ভীষণ জ্বালাতন
মন চায় ছুটে যাই তাহার কাছে,
দিয়ে গেল শ্রাবণধারা
চোখ দৃষ্টি হ'ল হারা
পঙ্গু হৃদয় নিয়ে বাঁচা যে মিছে।

মন জুড়ে রয়েছে তবু
ভোলা তো যায় না কভু
তাইতো পেরেছি কণ্ঠে মুক্তামালা,
পূজা দিতে যখনই যাই
ক্ষমা কর দেবতায়
সবিতা পুষ্প হয়ে ভরে যে ডালা।